Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.50-57
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রথম শ্রমিক আন্দোলন: ঔপনিবেশিক ভারতের অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা: একটি পর্যালোচনা।

স্বপন দোলাই

গবেষক আদিবাসী অধ্যয়ন বিভাগ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract:

Midnipur is one of the seats of rebellion, protest and movement. The name of Medinipur has repeatedly come up in the headlines through rebellion and movement since its birth. From the time of the English 'East India Company', the rebellion against the British continued in Medinipur, sometimes in armed or non-violent ways. During the period of East India Company in 1804, the beginning of the struggle movement in Medinipur with the rebellion of angry and deprived malangis (salt workers), later in the freedom movement of the country, the anti-partition movement, non-cooperation movement, boycott of foreign currency, salt satyagraha, August revolution or the post-independence movement from the Quit India movement. During the movement and abolition of zamindari system and Tevaga movement, the protestant and rebellious attitude born in Midnipur has come up again and again in the headlines. The workers who initially prepared from sea water were known as Malangis. After the battle of Palashi, the Malangis had to face many problems. Because the British took control of Bangladesh and started rampant looting in the field of salt like other industries. They deprived the cultivators and traders of all facilities, resulting in a terrible anarchy in salt production and trade as in other sectors. The movement to fulfil the demands of the Malangis lasted for almost twenty years. On April 11, 1799 AD, under the leadership of Malangira Balai Kundu, they went to Calcutta and submitted an application to the Salt Committee (Board). The Malangis' resistance to protests gradually took the form of a grassroots movement, which led them to take an extreme path in pursuing their demands.

Key Word: Malangi, Ajura Pratha, Khaladi, Jalpai, Chowki Peon.

ঔপনিবেশিককালে মেদিনীপুরের মাটিতেই কোম্পানির আমল থেকেই শুরু হয়েছে বিদ্রোহ। তারই একটি লবণ শ্রমিক (মলঙ্গী) দের আন্দোলন। লবন আমাদের খাদ্যগুণ ও স্বাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। আমাদের অতি প্রয়োজনীয় লবণ সমুদ্রের জল থেকেই প্রস্তুত করা হয়। সমুদ্রের জল থেকে প্রাথমিকভাবে প্রস্তুতকারী শ্রমিকরা মলঙ্গী নামে পরিচিত ছিল। মুঘল যুগে লবণ শিল্প ও বাণিজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক বস্তু ছিল লবণ। লবণ তখন ছিল ব্রিটিশদের

লাভজনক ব্যবসার অন্যতম পথ। লবণ বাংলার অন্যতম প্রাচীন শিল্প। বাংলায় উৎপাদিত লবণের অর্ধেকেরও বেশি পাওয়া যেত তমলুক, হিজলি অঞ্চল থেকে। প্রচলিত কথায় মলঙ্গীদের লবণ শ্রম জিবি বলা হত। লবণ তৈরির কাজে এরা ছিল দক্ষ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার লবণ শ্রম শিল্পের জন্য 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' মালঙ্গিদের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। অনেকেই মনে করেন যে এদের কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য ছিল না। মলঙ্গিরা শুধু লবণ শ্রমজীবী ছিল না, তারা একটি উপজাতি, জঙ্গল অধিবাসী এবং কাঠুরেও ছিল। দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য তাদের নানা স্তরে সংগ্রাম করতে হয়েছিল –জমিদার এবং প্রধানত মারাঠা জমিদারদের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে[i]। Beoparis বা লবণ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে, কোম্পানির কর্মকর্তাদের। এরা বছরে ৮ মাস অথাৎ কার্তিক মাস থেকে শুরু করে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের শুরু পর্যন্ত লবণ তৈরির কাজ চালাত। লবণ নিয়ে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যত শোষণ অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে- মেদিনীপুরের মলঙ্গীরা প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। আন্দোলনে শামিল হাজার কয়েক হত দরিদ্র মলঙ্গী উপকূল অঞ্চল উত্তাল করে নিমক মহলের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে, কলকাতায় বড়লার্টের মনেও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এবং তা করেছে দুশো বছরেরও বেশি আগে। বাংলায় ষোড়শ শতাব্দীতে লবণ একটি দুষ্প্রাপ্য বস্তু ছিল। আগ্রা থেকে জলপথে বাংলায় লবণ আসত। ইরফান হাবিব বলেছেন Nunias-রা (লবণ তৈরি করাই যাদের প্রধান কাজ ছিল) তারা 'Nitrous Soil' থেকে লবণ তৈরি করত। ১৭৫৭-র আগে স্থানীয় চাষীরা লবণ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করত। ঐ সময়ে জমিদারদের অতিরিক্ত ট্যাক্স এর উৎস ছিল লবণ। যদিও জমিদাররা লবণ উৎপাদন করত তবু ওই বিষয়ে তাদের কোন কঠোর কর্মপন্থা ছিল না। সুতরাং কোম্পানির শাসনের আগে এবং মলাঙ্গিরা যখন জমিদারি শাসন ব্যবস্থার অধীনে ছিল তখন তাদের উপর কোন কঠোর নিয়ম প্রয়োগ করা হয়নি[ii]।

ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে আসা মালঙ্গিরা বাংলার যেসব জায়গায় বেশি ভাবে জমায়েত হয়েছিল সেই স্থানগুলি হল ২৪ পরগনার সুন্দরবনের পশ্চিম দিকে বাখরগঞ্জ সুন্দরবনের পূর্ব দিকে, হিজলি অঞ্চল এবং যশোর সুন্দরবন এই চার জায়গায়। বাংলার এই ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যবসায়ে হিজলি প্রদেশে কাশ্মীরী, পঞ্জাবী, মুলতানী, ভাটিয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক সওদাগরগণ এখান হইতে লবণ কিনতে আসত। W.W.Hunter এর Report অনুযায়ী 1872 সালের সেন্সাস রিপোর্টে মালঙ্গিদের Semi Hinduism Aboriginals বলা হয়েছে। শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদেরকে 'Natives of Indian and Burma' স্থানীয় অধিবাসী বলে মনে করা হয়েছে[iii]। আগুনের জন্য নিকটস্থ বন হইতে কাঠ সংগ্রহ করা হইত এবং চুল্লীর কাঠের জন্য ঐ সমস্ত বনজঙ্গলকে বিশেষভাবে রক্ষা করা হইত। তৎকালীন লোকেরা এই পাইবার স্থান। নবাব সরকার হইতে ঐ সমস্ত মলঙ্গিদিগের এক শত মণে বাইশ টাকা বনকে বলিত 'জলপাই' অর্থাৎ জল বা জ্বলন— জ্বালানী কাঠ (উড়িয়া ভাষায়) + পাই - পারিশ্রমিক ধার্য করিয়া দেওয়া হইয়াছিল[iv]। কোম্পানি মনে করত যে মলঙ্গিরা শ্রমশিল এবং খুবই কাজের মানুষ। তাই কোম্পানির মতে মলঙ্গিদের যারা কাজে নিযুক্ত করেছিলেন তাদের ব্যাপারে মলঙ্গিরা যতটা না মনোযোগী ছিল তার চেয়েও বেশি মনোযোগী ছিল নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে তাদের পরিবর্তন ভালো লাগতো বা সরকারের কাছে ঋণী হয়ে যাওয়া বা ঋণশোধ করতে না পারার ভয় কোম্পানি তাদের ব্যাপারে যে ধারণাই থাকুক না কেন লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মলঙ্গিদের অমূল্য ভূমিকা তারা কখনোই অস্বীকার করতে পারেননি[v]।

কিন্তু জমিদারদের হাতে যে ধরনের অত্যাচার মালঙ্গিদের সহ্য করতে হয়েছে সে ব্যাপারেও কোম্পানি কিছু করতে পারেনি। ১৭৬৫ সালে রবার্ট ক্লাইভ যখন সোসাইটি ফর ট্রেড প্রতিষ্ঠা করেন যাতে কোম্পানির লবণ সুপারি এবং জর্দার উপর তাদের অধিকার ও ব্যবসা ঠিক করতে পারে তখন থেকেই জলঙ্গিদের উপর অত্যাচারটা শুরু হয়। যদিও সোসাইটি ফর ট্রেড লবণের দাম বাড়াতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু মলঙ্গিদের কাজের বিনিময়ে কোম্পানি তাদের যে দাম দিত তা একই রয়ে যায়। কোম্পানি যখন খালাড়ি বিক্রির জন্য জমিদারদের এবং খালাড়ি-র ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের দন্ড বেধে যায়, জমিদাররা খালাড়ি বিক্রির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই কারণ- খালাড়ি গুলো জমিদারির অংশ এবং যেহেতু মলঙ্গিরা শুধু লবণ শ্রমিকই ছিল না রায়ত হিসেবে ঐসব জমিতে চাষ করত সুতরাং খালাড়ির উপর মলঙ্গীদের অধিকার সর্বপ্রথম। লবণ ব্যবসায় কোম্পানির সম্পূর্ণ অধিকারে বাধা সৃষ্টি করার জন্য জমিদাররা সব রকম চেষ্টা শুরু করে, কেননা খালাড়ি গুলোতে জমিদাররা কাজ করার ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করে, তারা মলঙ্গীদের আটকে রাখে এবং তাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করে, এই অজুহাতে যে খালাড়িতে কাজ করতে হলে তাদের Barrack Rent (জমিদারের অধীনে জঙ্গল থেকে জ্বালানি দব্য সংগ্রহের জন্য যে কর) ও Chula Selami (চুলা বা লবণ সংক্রান্ত কাজ শুরু করার জন্য জমিদারদের যে কর বা খাজনা দিতে হতো) দিতে হবে[vi]। এইরকম এক অসহায় অবস্থার শিকার হয়ে মলঙ্গিদের উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। জমিদারদের এই ধরনের আচরণ মলঙ্গীদের মধ্যে এমনি ভয় সৃষ্টি করেছিল যে মালঙ্গীরা জঙ্গলের মধ্যবর্তী খিলাড়িগুলোতে কাজ করতো। তারা জঙ্গলে কাজ করতে যাওয়ার আগেই খাজনা সংক্রান্ত হিসেব মিটিয়ে নিতো যাতে তাদের পরিবারকে জমিদারদের হাতে নিপীড়িত হতে না হয়। হিজলি-তেও এই ধরনের ঘটনার উদাহরণ আমরা দেখতে পাই সেখানেও জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মলঙ্গিরা আশপাশের অঞ্চলে চলে যেত[vii]। জমিদারদের এই ধরনের আচরণ লবণ ব্যবসায় ক্ষতি করতে পারে, সেই আশঙ্কায় কোম্পানি দেওয়ানী আদালতে জমিদারদের বিরুদ্ধে মামলা করে। কিন্তু কোম্পানির কঠোর আইনি ব্যবস্থা সত্ত্বেও তারা জমিদারদের দমন করতে অক্ষম হয়। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে East India Company Salt Department প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে লবণ উৎপাদনের সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা কোম্পানির হাতে চলে যায় এবং লবণ উৎপাদনের সম্পূর্ণ লাভ কোম্পানির থাকে। কোম্পানির অধীনেই একমাত্র লবণ উৎপাদন হবে, একথা বলা সত্ত্বেও জমিদার এবং তালুকদাররা তা মেনে নিতে রাজি হয়নি। উপরন্ত প্রথমে লবণ উৎপাদনের জন্য তারা মলঙ্গীদের বিশেষত সেইসব মলঙ্গীদের জোর করে আটকে রাখত, যাদেরকে কোম্পানি কাজের জন্য আগাম টাকা দিয়েছিল। মলঙ্গীরা যাতে কোম্পানির থেকে আগাম টাকা না নিতে পারে সেই জন্য জমিদাররা মলঙ্গীদের গবাদি পশু, লাঙ্গল এবং কৃষি কাজের বিভিন্ন সামগ্রী জোর করে দখল করে নিয়েছিল। মলঙ্গীদের প্রতিবাদে কর সংগ্রাহকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করে। কিন্তু কালেক্টর হোক বা তার চাপরাশি জমিদাররা তাদের অবজ্ঞা বা অসম্মান করত[viii]। মলঙ্গিরা এই নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরোধিতা করেন। তারা লবণ উৎপাদনের Taahud (চুক্তি) বর্জন করে এবং খালাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার নানান পথ ও উপায় খুঁজতে থাকে। হিজলীর Ajoora Malangi- রা (বংশপরম্পরায় লবন প্রস্তুত কারক) একসঙ্গে জমায়েত হয়ে Salt Agent-দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কাজ ছেড়ে দেয় এবং অনেক সময়ই কর না দেওয়ার জন্য এলাকার বাইরে চলে যায়[ix]।

১৭৭২ সাল থেকে নতুন করে কোম্পানির লুঠের যুগ শুরু হল। ভারতে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এসে নুন ব্যবসা নতুন করে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। সরকারিভাবে কোম্পানি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা অবৈধ হলেও অবাধে কোম্পানির আমলারা বাঙলা জুড়েই ব্যবসা করতেন গোমস্তা আর নায়েবদের সঙ্গে নিয়েই। ১৭৮০তে আবার নতুন করে এক ব্যবসার নীতি প্রণীত হল। কেম্পানি এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অধীনে প্রত্যেকটি অঞ্চলে একজন করে এজেন্ট নিযুক্ত হল। মালঙ্গীরা এই এজেন্টদের কাছে দাদন নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হতেন। এজেন্ট ছাড়া খোলা বাজারে নুন বিক্রি বন্ধ হল। ক্রমশঃ নুন ব্যবসা সরকারি আর সরকারি আমলা-ব্যবসায়ীদের এঅকচেটিয়া দখলে চলে যাওয়ায় বাঙলার সাধারণ বাজারে নুনের আকাল দেখা দিল[x]। এর ফলশ্রুতি নুনের মূল্যবৃদ্ধি। আলিবর্দি খাঁর সময় যে একশ মন নুনের দাম ছিল ৪০ থেকে ৬০ টাকার কাছাকাছি, সেই দ্রব্য ১৭৭৩এর কোম্পানি আমলে বেড়ে দাঁড়াল ১৭০ টাকা, ১৭৭৮এ ৩১২ টাকা, ১৭৯০তে ৩১৪ টাকা, ১৭৯৬ থেকে ১৭৯৭ ৩০৮ টাকা, ১৭৯৮তে ৩৮০টাকা, ১৮০৩ সালে ৩৪২ টাকা। এদেশে খাদ্যদ্রব্যের অন্যতম প্রধান উপাদান নুন মানুষের আওতার বাইরে চলে যাওয়ায় দেশের মানুষের যে স্বাস্থ্য ভাঙার কাজটি করল কোম্পানি তাতে সব থেকে বড় লাভটি ঘটল তা হল রাজস্বের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়া। ১৭৮০র নতুন ব্যবস্থায় কোম্পানির রাজস্ব ২,২৯,১৯২ পাউন্ড থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৬,৫৫,৮৪৮ পাউন্ড[xi]। কোম্পানি মলঙ্গিদের কাজ কর্মের ব্যাপারে ক্রমশ সন্দেহ প্রকাশ করে। তাদের মতে মলঙ্গিরা লবণের সঙ্গে মাটি মেশায় এবং লবণের চোরা কারবারও করে। এই ধরনের কাজ বন্ধ করার জন্য এবং লবণ উৎপাদনের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি Overseer নিযুক্ত করে[xii]।

এদের কাজ ছিল জঙ্গলে পৌঁছে সর্বপ্রথম কতগুলি খালাড়ি আছে তার হিসাব করা, কতগুলি মাটির পাত্র আছে তার অবস্থা কি, মলঙ্গিরা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা সে বিষয়ে উপদর্শকরা প্রত্যেক পাঁচ দিন অন্তর অনুসন্ধান করত। চোরাই কারবারের জন্য মলঙ্গিরা লবণ আলাদা করে বাড়িতে সরিয়ে রাখতো বা মাটিতে গর্ত করেও রাখত। এমন কি মলঙ্গিরা লক্ষ্মীপুর, ঢাকা ও কলকাতার ডাকাতদের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখেছিল। অনেক সময়ই তারা লবণ তৈরির সামগ্রী ও লবন লুঠ করতে ডাকাতদের সাহায্য করেছিল। কোম্পানি লবণ চুরি রোধ করার জন্য বাজারে 'চৌকি পিয়ন' নিযুক্ত করেছিল যারা অনেক ক্ষেত্রেই মলঙ্গিদের গ্রেফতার করতে সক্ষমও হয়েছিল।

কোম্পানি 'চৌকি ঘাট' স্থাপন করেন এবং প্রত্যেকটি ঘাটে একজন দারোগা নিযুক্ত করে। দারোগাদের নির্দিষ্ট বেতনের বাইরেও বেআইনি লবণ আটক করতে পারলে সেই লবণের দামের ৫০ শতাংশ দাম বাড়তে পারিশ্রমিক হিসেবে দিত। কিন্তু এই ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও চোরাকারবারির কাজ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৭৯৩তে মার্চ-এপ্রিলে মেদিনীপুরের দুরুদুমনান পরগণার ৩০০ আজুরা মালঙ্গীদের পরিবার জমিদার আর দারোগাদের অত্যাচারে মুড়াগাছা অঞ্চলে পালিয়ে যান। ১৮৯৪তে ১৫টি পরিবার কয়ালদের অত্যাচারে হাওড়ার তন্তুবেড়িয়া গ্রামে পালিয়ে আসেন। ১৭৯৩তে স্বাধীণতা সংগ্রামের আগুণ ঘনিয়ে ওঠে। ১৭৯৯তে বীরকুল, বালিসাই, মিরগোদা প্রভৃতি পরগণায় রাম দিন্দা, ভগবান মাইতি, হারু মন্ডল, হারু পাত্র, জয়দের সাউ, বলেন কুণ্ডু আর বৈষ্ণব ভুঁইয়াদের নিয়ে তৈরি হয় একটি স্বাধীণতা সংগ্রামী নেতৃত্ব গোষ্ঠী। ১৮০০ সালের ২৯ এপ্রিল বীরকুল পরগণা, দীঘা, বলাশয় আর মীরগোদা পরগণায় বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভের ঢেউ এসে ঝাপটা মারে কাঁথিতে[xiii]।

মলঙ্গীদের নায়ক বলাই কুন্ডু কোম্পানির সল্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট ও আমলাদের নির্দিষ্ট দাবিপত্র পেশ করেন। দাবি ছিল আরও বেশি লবন তৈরির মজুরি বৃদ্ধি আর বেগার প্রথা রদ করা। ১৮০৪এ প্রেমানন্দ (মতান্তরে পরমানন্দ) সরকার নুন কারখানা ঘুরে ঘুরে মালঙ্গীদের সংঘবদ্ধ করতে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন। এতেও কাজ না হওয়ায় মালঙ্গীরা জানুয়ারি মাসের শেষে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তিনশ মালঙ্গী কাঁথির লবন এজেন্টএর দপ্তর ঘোরাও করে। ফারপুহার সনএর কাছারিতে হাজির হন। ১৮০৬এর ৫ মে একশ অনুচরসহ ম্যাসনের দপ্তর ঘেরাও করেন এবং তাদের দাবি মেনেনেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। ঘেরাও চলাকালীন, এজেন্টদের পাইক বরকন্দাজ প্রেমানন্দকে গ্রেফতার করলে মালঙ্গীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। মালঙ্গীদের দাবি পূরণ করার আশ্বাস দিলে ঘেরাও ওঠে। কিন্তু কাজের কাজ হয় না। এরপর কী ঘটেছিল সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব[xiv]।

১৭৯৩ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে মেদিনীপুর জেলার দুরুদুমনান পরগণার বহু সংখ্যক আজুরা মলঙ্গী জমিদার পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছিল। দুর্বল নিরীহ মলঙ্গীরা প্রতিবাদ স্বরূপ কাজ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই সঙ্গত মনে করেছিল। তারা চব্বিশ পরগণা জেলার মুরাগাছা অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিল রাতের অন্ধকারে । সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই অসংগঠিত দুর্বল শ্রমিকরা মুরাগাছায় একই রকমভাবে নিপীড়িত খেটে খাওয়া মানুষের কাছে সহমর্মিতা পেয়েছিল। পেয়েছিল আশ্রয়, নিরাপত্তা ও সামান্য খাদ্যের ভাগ। এই সহমর্মিতা পরবর্তী আন্দোলনে ওদের উৎসাহ জুগিয়েছে। এই তুলনাহীন সহমর্মিতা শুধু সে সময় নয় আন্দোলনের সংগঠন তৈরির প্রধান সম্পদ । ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে আজুরা মলঙ্গীদের বেশ কিছু পরিবার (অন্তত পক্ষে ১৫-২০টি পরিবার) অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মেদিনীপুর থেকে চব্বিশ পরগণার তন্তুবেড়িয়া অঞ্চলে পালিয়ে ওখানকার মলঙ্গীদের আশ্রয় নিয়েছিল। ওখানেও সহমর্মিতার স্বীকৃতি হিসেবে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় পেয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের মলঙ্গীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করত। অসংগঠিত মলঙ্গীদের মিলিত বিক্ষোভ ক্রমশ সংগঠিত আন্দোলনের রূপ নেয়[xv]।

প্রায় আড়াইশো বছর আগে যোগাযোগবিহীন, বিপদসঙ্কুল পথঘাট, জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের হতদরিদ্র মানুষের পক্ষে সংঘবদ্ধ হওয়া কঠিন হলেও অত্যাচারিত শত শত মানুষ হাজারো প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে সংগঠিত আন্দোলন সংঘটিত করেছিল, করেছিল সক্রিয় স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ[xvi]। ভারতবর্ষের দু'শো বছরের ইতিহাস শ্রেণিতে শ্রেণিতে দ্বন্দ্বের শাসক-শোষিতের সংঘর্ষের ইতিহাস, ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী-জমিদার-তালুকদার-মহাজন শ্রেণির সঙ্গে সাধারণের সংগ্রামের ইতিহাস। সংবেদনশীল লেখকদেরও মলঙ্গীদের শোচনীয় পরিস্থিতি তীব্র ভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাঁদের লেখনী সরকারের টনক নড়াতে বিশেষ কাজে আসেনি। ব্রিটিশ শাসকদের কোনো মর্মস্পর্শী লেখনী বা বক্তব্য টলাতে পারেনি। সমকালীন লেখক রিকার্ডস লিখলেন, তারা— 'Liable to drought, inundation and famine; if the manufacture being carried on in uninhabited parts, destitute of the fresh water, unhealthy from surrounding jungles, and in which numbers of the malangis are annually carried off by diseases, alligators, tigers.' তবু দুর্দশার মধ্যেও মলঙ্গীরা নিজের কাজের জায়গায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে থেকেছে। উইলিয়াম ডেন্ট উদাহরণ দিয়ে লিখলেন— "Indeed I have known many Instances of relations coming to me to make complaint that their father or brother was dead and that they had not

been put in possession of the Khallary formerly held by them..." মলঙ্গীদের আবেদন, অশ্রুসজল প্রতিবাদপত্রের বিফলতা তাদের পরবর্তী সংগ্রামী আন্দোলনেররাস্তায় নামতে পথ দেখাল[xvii]।

মলঙ্গীদের বিক্ষোভ প্রতিরোধ ক্রমশ দানা বাঁধতে বাঁধতে ১৮০০ সাল ও ১৮০৪ সালে চরম বিক্ষোভ আন্দোলনের রূপ নেয় যা তাদের দাবি আদায়ে চরম পথ বেছে নিতে পথ দেখায়। আপাতদৃষ্টিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মনে হলেও প্রতিটি বিদ্রোহই পরবর্তী অন্যান্য বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছিল। খেজুরি, হিজলি, কাঁথি, বীরকুল, মীরগোদার মলঙ্গীরা গড়ে তুলল ঐতিহাসিক "সংকট কমিটি'। বিক্ষোভ ক্রমশ আন্দোলনের রূপ নিল। রামু দিণ্ডা, ভগবান মাইতি, হারু মণ্ডল, জয়দেব সাহু, হারু পাত্র, হরেকৃষ্ণ ভুঞা প্রমুখ বহু আন্দোলনকারী কমিটির নেতৃত্বে থেকে প্রতিবাদ আন্দোলনে সক্রিয় হলেন। ১৮০০ সালের ২৯শে এপ্রিল এই শোভাযাত্রাসহ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন মলঙ্গীদের একজোট হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। বরাবরের অসংগঠিত বিচ্ছিন্ন এই নিরন্ন শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হতে শিখল। শিখল আর নীরবে পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয় এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে। পথ যতই কঠিন হোক তাদের পেটের অন্ন জোগানোর জন্য লড়াইয়ের ময়দান হল আসল ক্ষেত্র। এই আন্দোলন এখানেই থেমে থাকেনি। দফায় দফায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকে। নানা ভাবে বিক্ষোভ আন্দোলন চললেও কোম্পানি কর্তৃপক্ষ শোষণ ও শাসন একই ভাবে চালিয়ে যায়। যেখানে অত্যাচার সেখানেই প্রতিরোধ। মলঙ্গীরা প্রতিরোধে শামিল হয়েছে চব্বিশ পরগণায়। হিজলি-কাঁথির আগে ১৭৯৫ সালে চব্বিশ পরগণার মুরাগাছার মলঙ্গীরা হুদাদার রামতনু দত্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে শামিল হয়েছে[xviii]। এরকম বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভ বিভিন্ন জায়গায় সংঘটিত হলেও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের আন্দোলন সেভাবে দানা বাঁধেনি। ওখানকার বিভিন্ন খালাড়ির মলঙ্গীরা একজোট হতে পারেনি-পারেনি আন্দোলনে আন্দোলনে জেরবার করে তুলতে ব্রিটিশ শাসনকে।

এদিকে হিজলির আজুরা মলঙ্গী ও তাদের সহকর্মী কুলি, মাঝিদের ক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে, তাদের সংগ্রামও থেমে থাকেনি। যদিও ২৯শে এপ্রিলের আন্দোলনের ফলে মলঙ্গীরা ন্যায্য ওজন ও কারচুপি বন্ধের প্রতিশ্রুতি পেল, আরো প্রতিশ্রুতি পেল আগামী দিনে লবণের ন্যায্য দাম তারা পাবে। এজেন্টের এই প্রতিশ্রুতিতে ভরসা করতে আপাতত নিরীহ আন্দোলনকারীরা বাধ্য হল। বলাই কুণ্ডুর নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ আন্দোলন প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা করেই স্থগিত রইল। কয়েকশো মলঙ্গী যার যার খালাড়িতে ফিরে এল। এই আন্দোলনের খবর যখন বোর্ড অফ ডিরেক্টরের কাছে পৌঁছল তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৎকালীন দায়িত্বে থাকা এজন্টে মি. ফারহারসনকে হিজলি থেকে বদলি করা হল। আন্দোলনে মলঙ্গীরা এজেন্টের প্রতিশ্রুতিকেই আগামী দিনে তাদের সুখের দিনের আশার আলো দেখল। সহকারে আন্দোলন প্রতি কর্নওয়ালিশ মলঙ্গীদের অবস্থার পরিবর্তনে কিছু প্রস্তাব দিলেন। আজুরা মলঙ্গীদের উৎপাদিত লবণের মূল্য খানিকটা বাড়ানোর সুপারিশ করলেন এবং আজুরা থেকে ঠিকা মলঙ্গী হিসেবে গণ্য করতে চাইলেন। মলঙ্গীদের প্রতি এই যৎকিঞ্চিৎ দয়া দেখানো মানে কি তাদের প্রতি সমব্যথী হয়ে উঠলেন কর্নওয়ালিশ? না দয়াপরবশ হয়ে উঠে এই কাজ তিনি করেননি। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নতুন জমিদারদের থেকে আজুরা মলঙ্গীদের বার করে নিতে চাইলেন। দ্বিতীয়ত, আজুরা মলঙ্গীরা জমিদারি ব্যবস্থায় থাকলে কোম্পানির কোনো আর্থিক লাভ নেই, অর্জিত মধু জমিদাররাই খাবে- বরং তারা স্বাধীন ঠিকা শ্রমিক হয়ে থাকলে কোম্পানির রাজস্ব সংগ্রহ বেশি হবে। হিজলি ও তমলুকের এজেন্টরা তাদের রিপোর্টে সহমত হয়ে জানাল আজুরা প্রথা বিলোপ হওয়ায় যথাক্রমে এগার হাজার টাকা ও পাঁচ হাজার টাকা বর্ধিত জমির খাজনা

ও খালাড়ি রাজস্ব কোম্পানির খাজাঞ্চি খানায় ঢুকেছে, এই ব্যবস্থায় মলঙ্গীদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হল না।

এইভাবে নানা টানাপোড়েনে লবণ শিল্পের কোনোরূপ উন্নতির পরিবর্তে দিন দিন অবস্থা শোচনীয় হতে থাকে। লবণের ওপর অত্যধিক কর চাপাবার ফলে সরকারের যথেষ্ট পরিমাণ আয়ে কোম্পানি সরকার সন্তুষ্ট ছিল। এই শিল্পের উন্নতির দিকে, মলঙ্গীদের অবস্থার পরিবর্তনে তাদের না ছিল বিন্দুমাত্র নজর- কেবল নজর ছিল বিপুল মুনাফার দিকে। অন্যদিকে সমগ্র বাংলা ও বিহার থেকে লুঠ করা অর্থে ইংল্যান্ডে অন্যান্য শিল্পের মতো লবণ শিল্পও গড়ে উঠতে লাগল। বহু উন্নত কলকারখানা গড়ে উঠল লবণ উৎপাদনের। ১৮১৭ সাল থেকে ইংল্যান্ডের উন্নত যন্ত্রের প্রস্তুত লবণ ভারতে আসতে শুরু করল। এই লবণের দাম ছিল বাংলার অনুন্নত ব্যবস্থায় তৈরি লবণের থেকে অনেক কম। স্বভাবতই ইংল্যান্ডের লিভারপুলের লবণ বাংলার বাজার দখল করল। মেদিনীপুর তথা বাংলার কৃষকের হাতে তৈরি লবণ বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারল না। সমগ্র বাংলার লবণ কারখানাগুলি একে একে বন্ধ হয়ে গেল। এন.কে. সিন্হা মহাশয়ের কথায়- "বাংলার বস্ত্র শিল্প যেমন বাংলা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল ঠিক সেভাবেই বাংলার লবণ শিল্পও একদিন বাংলা থেকে বিদায় নিল।" বাংলার দরিদ্র সাধারণ কৃষক শ্রেণির শিল্পটি হারিয়ে যাওয়ায় সমগ্র বাংলায় লক্ষ লক্ষ লবণ কারিগর বেকার হয়ে পড়ল। এই আধা চাষি মলঙ্গীরা ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকে পরিণত হল[xix]।

৩০-০১-১৮০৪ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটকে এজেন্ট জানায়, পরমানন্দ এবং তাঁর ভাই লবণ উৎপাদনে যুক্ত নন। অথচ তাঁদের প্ররোচনাতেই বিদ্রোহ হচ্ছে। তাঁকে গ্রেফতার করলেই বিদ্রোহীরা কাজে যোগ দেবেন। এবারও সাজানো রিপোর্টের কৌশল। কিন্তু বোর্ড অব ট্রেড ফার্কুহার্সনকে সরিয়ে দেয়। ১৮০৬ সালে তমলুকের এজেন্ট ম্যাসন এজেন্ট হন। ম্যাসন ৬ মে বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে পরমানন্দ ও মলঙ্গিদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে রিপোর্ট পাঠান। কিন্তু মলঙ্গিদের দুর্দশা দূর করার কোনও ব্যবস্থা নেননি। হতদরিদ্র মলঙ্গিদের নিয়ে হিজলি, কলকাতা, মেদিনীপুর ছোটাছুটি করে অসমসাহসী পরমানন্দের সংগ্রাম চলতেই থাকে। পরমানন্দদের বিদ্রোহ হিজলি বিভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ তমলুক এজেন্সির মলঙ্গিরা অনেকটাই স্বস্তি পেয়েছিলেন আঠারো শতকের শেষ দিকে[xx]।

মলঙ্গীদের ওপর অত্যাচার উৎপীড়নের প্রতিবাদ হিসেবে তারা দলবেঁধে লবণ কারখানায় অনুপস্থিত থাকত, যা আজকের দিনে ধর্মঘটের শামিল। তবুও বলাই কুণ্ডু, পরমানন্দদের লড়াইকে সম্মান জানাতে হয়। অনেকে মনে করেন, হিজলির লবণ বিদ্রোহই দেশের প্রথম শ্রমিক বিদ্রোহ। ১৮৬২-৬৩ সালে লবণ ব্যবসা থেকে সরে আসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি[xxi]।

গ্রন্থপঞ্জি:

1) Balai Chandra Barui, Salt Industry of Bengal 1757-1780.

2) সুপ্রকাশ রায়, -- ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম।
3) W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal 1876.
4) কমল চৌধুরী, মেদিনীপুরের ইতিহাস, প্রথম পর্ব,দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা ৭০০০৭৩।
5) রবীন্দ্রনাথ মিশ্র: লোনা ঘাম লোনা রক্ত মেদিনীপুরের লবণ ও মলঙ্গীদের সংগ্রাম,সেতু প্রকাশনী।
6) N. K. Sinha: Midnapur Salt Papers.
7) রবীন্দ্রনাথ মিশ্র: লোনা ঘাম লোনা রক্ত মেদিনীপুরের লবণ ও মলঙ্গীদের সংগ্রাম, সেতু প্রকাশনী।
8) প্রবোধ কুমার বসু, এই আমাদের কাঁথি।
9) সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭)।
10) Balai Chandra Barui, Salt Industry of Bengal 1757-1780 page-77.
11) Firminger, Walter Kelly, Midnapur District Records 1767-17701.
12) কমল চৌধুরী, মেদিনীপুরের ইতিহাস, প্রথম পর্ব,দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা ৭০০০৭৩।
13) Agarwal S.C., The Salt Industry of India, 1937 | SC.E. Buckland C.I.E., Bengal under the Lieutenant Governors, Calcutta, S.K. Lahiri & Co. Calcutta Committee of Revenue Proceedings, Vol. 6, 7, 1775-1777.
14) Narendra Krishna Sinha, Economic History of Bengal, Vol. II.
15) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা।
16) রবীন্দ্রনাথ মিশ্র: লোনা ঘাম লোনা রক্ত মেদিনীপুরের লবণ ও মলঙ্গীদের সংগ্রাম,সেতু প্রকাশনী। পৃঃ-৭০।
17) ড. প্রবালকান্তি হাজরা, 'সমাচার দর্পণ', নিমক মহলের মলঙ্গী বিদ্রোহ, প্রবন্ধ।
18) যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস।
19) মেদিনীপুর পত্রিকা, ৪র্থ বছর, ১৩৬২ শারদীয় সংখ্যা।
20) Published from Nihar Patrika Kanthi, 1930, 35 issues, Source: Medinipur in Swadhana Sangram.